RNI NO.WBBEN/2023/87806
EDITOR - ISRAIL MALLICK
● Mobile - 9434566498

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Vol-3 ● Issue- 17
● Bardhaman
● 15 February 2026 ● Rs. 2.00
(Four Pages)

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে
স্বনির্ভর বাংলা

গড়ার লক্ষ্যে মা-মাটি-মানুষের সরকারের ঐতিহাসিক ঘোষণা

বাংলার যুব-সাথী, ক্ষেতমজুর ও অন্যান্য কৃষকদের সহায়তা এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে নতুন রেজিস্ট্রেশন

রেজিস্ট্রেশন পর্ব: ১৫ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা
(সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

সকল মহিলা উপভোক্তার জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে

- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের অধীনে মাসিক আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করে সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য ১,০০০ টাকা থেকে **১,৫০০ টাকা** এবং তপশিলি জাতি/তপশিলি জনজাতি-ভুক্ত মহিলাদের জন্য ১,২০০ টাকা থেকে **১,৭০০ টাকা** করা হয়েছে।
- আবেদনের ভিত্তিতে আরও **২০.৬২ লক্ষ** মা-বোন এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এখন রাজ্যের প্রায় **২.৪২ কোটি** মা-বোনেরা এই প্রকল্পের আওতাধীন।
- আগামী **১৫-২৬ ফেব্রুয়ারি,** ২০২৬ পর্যন্ত বিধানসভা ভিত্তিক ক্যাম্পের মাধ্যমে আবেদনপত্র বিলি করা হবে এবং পূরণ করা আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।

সকল ক্ষেতমজুরের জন্য বার্ষিক ৪,০০০ টাকা সহায়তা

- যে সকল ক্ষেতমজুরের নিজস্ব কৃষিজমি নেই বা যাঁরা ভাগচাষি হিসাবে নথিভুক্ত নন, তাঁরা কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পের সুবিধা পান না। সেই সকল ক্ষেতমজুর এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন।
- দুই কিস্তিতে ২,০০০ টাকা করে মোট **৪,০০০ টাকা** সহায়তা প্রদান করা হবে প্রতি বছর খরিফ ও রবি মরশুমের প্রারম্ভে।
- আগামী **১৫-২৬ ফেব্রুয়ারি,** ২০২৬ পর্যন্ত বিধানসভা ভিত্তিক ক্যাম্পের মাধ্যমে আবেদনপত্র বিলি করা হবে এবং পূরণ করা আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।

বাংলার যুব-সাথী প্রকল্পে মাসিক ১,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা

- রাজ্যের মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ করা যে-সকল যুবক-যুবতী এখনও চাকরি পাননি এবং স্কলারশিপ ব্যতীত কোনও সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নন, ২১ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত সেই সকল যুবক-যুবতীকে প্রতি মাসে **১,৫০০ টাকা** করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে, সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত।
- এই সাহায্য আগামী **১ এপ্রিল, ২০২৬** থেকে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।
- নমুনা আবেদনপত্র ক্যাম্প ও দপ্তরের ওয়েবসাইট- **www.wbsportsandyouth.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

কৃষকদের সেচের জল ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত জলকর সম্পূর্ণরূপে মকুব

- পূর্বে বিভিন্ন প্রকার চাষের জন্য জলকর বাবদ কৃষকদের থেকে ১৭ টাকা প্রতি একর ইঞ্চি হারে সংগ্রহ করা হত, এখন সেটা আর লাগবে না।
- এই উদ্যোগের ফলে **৯,৯৬৫টি** ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অধীনে আনুমানিক **৩.০৬ লক্ষ** হেক্টর কৃষি জমিতে চাষাবাদকারী প্রায় **১০.৬৬ লক্ষ** কৃষক উপকৃত হবেন।
- ক্যাম্প, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে এই সংক্রান্ত প্রচারপত্র ডাউনলোড করা যাবে। বিশদে জানতে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পে ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়ের অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক্যাম্পে আসার সময় অনুগ্রহ করে আধার কার্ড, জাতিগত শংসাপত্র, ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের প্রথম পাতা ও মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডের জেরক্স এবং ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সঙ্গে আনবেন।

হেল্পলাইন নম্বর
18003450117 (টোল ফ্রি) এবং 033-22140152

আপনার নিকটবর্তী ক্যাম্প খুঁজে পেতে https://apas.wb.gov.in -এ গিয়ে FIND YOUR CAMP অপশনে ক্লিক করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 17 ● 15 February 2026

সাংসদ না পরিযায়ী পাখি ?

সম্প্রতি সিঙ্গুরে হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জির বক্তব্য শুনে বোঝাই যায় নি উনি প্রশাসনিক সভায় বক্তব্য রাখছিলেন না তৃণমূলের দলীয় সভায় বক্তব্য রাখছিলেন।কোন্ টা প্রশাসনিক সভা,আর কোন্ টা দলীয় সভা এ কথাটা তো সাংসদের জানা উচিত।রচনা ব্যানার্জি বললেন,আগামী তিন মাস আমি আপনাদের সঙ্গে থাকবো,যেখানেই ডাকবেন সেখানেই যাব। তিন মাস তিনি সঙ্গে থাকবেন খুব ভালো কথা।কিন্তু প্রশ্ন ওঠ স্বাভাবিক,তিনি কি পরিযায়ী পাখি,যে ভোটের সময় থাকবেন,ভোট মিটলে আর দেখা যাবে না। তিন মাসের জন্য কি মানুষ তাকে নির্বাচিত করেছিলেন ? এ কেমন কথা একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ? তিনি তো পাঁচ বছরের জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত।তার তো বলা উচিত ছিল, এই পাঁচ বছর আমি আপনাদের সঙ্গে থাকবো,পাশে থাকবো। যখনই ডাকবেন তখনই আসবো।কিন্তু তা না বলে তিনি বললেন ভোট পর্যন্ত তিনি এখানে থাকবেন।একজন সাংসদের মুখে একথাটা বড়ই বেমানান।তিনি কি ভুলে গেলেন, তিনি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হুগলির সাংসদ ? এই পাঁচ বছর তাকে জনগণের সেবা করতে হবে।জনগণের দুয়ারে দুয়ারে যেতে হবে।শুধু ভোটের সময় গেলে চলবে না,সুখে দুঃখে তাদের পাশে থাকতে হবে। এ জন্যই তো তাকে মানুষ ভোট দিয়েছিলেন। তিনি যদি পরিযায়ী পাখির মতো আচরণ করেন মানুষ কিন্তু তার উত্তর সঠিক সময়ে দিয়ে দেবে।শুধু সময়ের অপেক্ষা।

একলা চলো রে

জোট তো অনেক হল,কিন্তু ঝুলিতে তো ভোট এল না। তাই কারো কাঁধে ভর করে নয়, নিজেদের কোমরের জোরে দাঁড়ান। কংগ্রেস যদি একা লড়ার কথা বলতে পারে তাহলে সিপিএম বলতে পারছে না কেন ? বামফ্রন্ট ছাড়ুন,যে যার মতো একা লড়ুন। নিজেদের কোমরের জোর টা পরীক্ষা করুন। কার কত জনভিত্তি তাহলেই বোঝা যাবে। আপনাদের তো হারাবার কিছু নেই।শূন্য থেকেই শুরু করুন। একক ভাবে মানুষের রায় নিন। তাহলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, বুঝতে পারবেন কার কত ভোট,সংগঠনের প্রকৃত চিত্র। শরিকদের মুখ ঝামটা খাবার দরকার কি ? একা লড়ুন।মানুষই তো ইতিহাস রচনা করে। মানুষ চাইলে নিশ্চয়ই শূন্যের গেরো কাটবে।ক্ষমতা তো চিরস্থায়ী নয়।মানুষের ওপর ভরসা রাখুন। ভোট ভাগাভাগির গল্প বলে ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়ে জগাখিচুড়ি জোট না করে নিজেদের মতো করে লড়াই করুন। পশ্চিমবঙ্গের সব বুথে কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরার লোক না থাকলেও কংগ্রেস যদি রাজ্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সাহস করে একা লড়ার কথা বলতে পারে তাহলে সিপিএম পারছে না কেন ? চৌত্রিশ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও সিপিএমের সংগঠনের এই দুরবস্থা কেন ? রাজ্যের ২৯৪ টা বিধানসভা আসনে সিপিএম কি প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না ? এত দুরবস্থা !

ধর্মীয় রাজনীতি

ধর্মকে ভাতের হাঁড়িতে টেনে আনছেন কেন ? কে কি খাবে সেটা তো তার নিজস্ব ব্যাপার।জোর করে তো কারও ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে পারেন না। গদির লোভে ধর্ম নিয়ে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন,এটা রবীন্দ্র-নজরুলের বাংলা,ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে এখানে সহজে বিভাজন সৃষ্টি করা যাবে না। ধর্মকে ধর্মের জায়গায় রাখুন,রাজনীতিতে টেনে নিয়ে আসবেন না। ধর্মের সিঁড়ি বেয়ে বাংলার মসনদ দখলের দিবাস্বপ্ন ত্যাগ করে মানুষের মনের কথা শোনার চেষ্টা করুন।মন্দির-মসজিদের রাজনীতি ছেড়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা নিয়ে কথা বলুন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন।ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি ছেড়ে আগে মানুষের মন জয় করুন,ক্ষমতা তাহলে আপনা আপনিই চলে আসবে, কারও ভাতের হাঁড়িতে উঁকি মারতে হবে না। জাতের জন্য নয়, ভাতের জন্য লড়াই করুন।

রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকারের ভোটমুখী বাজেট !

নিজস্ব প্রতিবেদন - সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। আর এই বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ভোটের আগে ৪ লক্ষ ৬ হাজার ৮৪.১৭ কোটি টাকার অন্তর্বতী বাজেট পেশ করল রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকার। মা বোনদের ভোট ব্যাংক অটুট রাখতে বাড়ানো হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা।আরও ৫০০ টাকা করে বাড়ল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই বর্ধিত টাকা পেতে শুরু করেছেন প্রাপকেরা। প্রতি মাসে জেনারেল মহিলারা পাবেন ১৫০০ টাকা করে এবং এসসি,এসটি মহিলারা পাবেন ১৭০০ টাকা করে। যুবক যুবতীদের মন জয় করতে রাজ্য সরকারের এবার নতুন প্রকল্প যুব সাথী। টাকা দেওয়া শুরু হবে ১ এপ্রিল,২০২৬ থেকে।আজ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিধানসভা ভিত্তিক ক্যাম্পে আবেদন পত্র জমা দেওয়া যাবে। কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত সর্বাধিক ৫ বছর অবধি মাধ্যমিক পাশ ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী বেকার যুবক যুবতীরা পাবে মাসে ১৫০০ টাকা করে। সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাতাও বাড়ানো হল।আরও ১০০০ টাকা করে বৃদ্ধি করা হল সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাতা। সরকারি কর্মীদের ডিএ বাড়ল আরও ৪ শতাংশ।আশা কর্মীদের ভাতা আরও ১০০০ টাকা বাড়ল। এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়কদের ভাতাও ১০০০ টাকা করে বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আইসিডিএস কর্মী ও সহায়কদের মৃত্যু হলে তাদের পরিবার পাবে ৫ লক্ষ টাকা। শিক্ষাবন্ধুদের ভাতা বাড়ল ১০০০ টাকা করে। ঘোষণা করা হল সপ্তম পে কমিশন। এক কথায় বলা যায়,ভোটের আগে কল্পতরু মমতা।

রাস্তার দাঁত বের করা অবস্থা,নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন - খানপুর থেকে গুড়াপ পর্যন্ত ২৩ নং রাস্তার একদম দাঁত বের করা অবস্থা,খানাখন্দে ভরা,রাস্তায় বড় বড় গর্ত।রাস্তা দিয়ে চলাচল করাই দায়।উন্নয়ন যেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ! সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন বাইক চালকরা। দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন অনেকেই। পিডব্লুডি কর্তৃপক্ষ শীত ঘুমে আচ্ছন্ন।ঝাঁকুনি খেলে মাঝে মধ্যে তালি তাপ্পি মেরেই দায় শেষ। নির্বিকার প্রশাসন।এত ব্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তার বেহাল দশা দেখেও না দেখার ভান করে আছে সকলে,একদম গা ছাড়া মনোভাব।এটাই কি বাংলার ঝকঝকে রাস্তার নমুনা ? গাড়ি কেনার সময়েই তো নিয়ে নেওয়া হচ্ছে লাইফ টাইম রোড ট্যাক্স,তাহলে রাস্তার এরকম হাল কেন ? রাস্তা যদি নিয়মিত সংস্কার করা না হয় তাহলে রোড ট্যাক্স কিসের জন্য নেওয়া হচ্ছে ? জনগণের ট্যাক্সের টাকা যাচ্ছে কোথায় ? উঠছে প্রশ্ন।

পঞ্চায়েত কর্তাদের অপসারণে নতুন আইন

অরিজিত চক্রবর্তী - পঞ্চায়েত কর্তাদের অপসারণে নতুন আইন হতে চলেছে। এই মর্মে একটি সংশোধনী বিল রাজ্য বিধানসভায় সম্প্রতি পাস হয়েছে।

নতুন আইনে প্রস্তাব করা হয়েছে,গ্রাম পঞ্চায়েত,পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের প্রধান পদাধিকারীদের অপসারণ সংক্রান্ত বৈঠক নির্বাচনের পর প্রথম তিন বছরের মধ্যে ডাকা যাবে না। আগে এই সময়সীমা ছিল আড়াই বছর। ফলে প্রধান, উপ-প্রধান,সভাপতি, সহ-সভাপতি, সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতিদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার ক্ষেত্রে এখন তিন বছরের নির্দিষ্ট সময়সীমা কার্যকর হবে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বিধানসভায় জানান, উন্নয়নমূলক প্রকল্পের স্থায়ী রূপায়নের জন্য অন্তত তিন বছরের সময় প্রয়োজন। সেই কারণেই এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে।তাঁর বক্তব্য, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের উপর সরকার বিশেষ জোর দিয়েছে। ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে পৃথক সেল গড়ে প্রায় সাড়ে ৭৪ হাজার পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এত বড় সংখ্যক প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সময়সাপেক্ষ ও জটিল কাজ। মন্ত্রী আরও জানান, বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্প বাস্তবায়নে পঞ্চায়েত স্তরে দক্ষতা বাড়ানো জরুরি হয়ে উঠেছে। সেই লক্ষ্যেই প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়,অর্থ কমিশনের টাকা সরাসরি পঞ্চায়েতের কাছে পৌঁছায় এবং সেই অর্থ অন্যত্র খরচ করার সুযোগ নেই। ফলে উন্নয়নমূলক কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে স্থায়িত্ব জরুরি। বিলটি নিয়ে আলোচনা শেষে ধ্বনি ভোটে তা গৃহীত হয় বিধানসভায়। নতুন এই আইনি সংশোধনের ফলে পঞ্চায়েত স্তরে প্রশাসনিক স্থায়িত্ব বাড়বে বলেই মনে করছে রাজ্য সরকার।

প্রয়াত বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল করিম সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন - চলে গেলেন হুগলির হারিট পাওনান হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক, বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল করিম সরকার।তাঁর জন্ম ইংরেজির ১৯৩০ সালে। তিনি তৎকালীন সময়ে বিএ পাশ করেছিলেন। ৩০ টাকা মাস মাইনেতে হারিট পাওনান হাইস্কুলে তিনি শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে স্বেচ্ছায় তিনি পাওনান হাইস্কুলের শিক্ষক পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।আব্দুল করিম সরকার সাহেব ছিলেন একজন একনিষ্ঠ সমাজসেবী,শিক্ষা দরদী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত নগদীপাড়া শাহ ওলিউল্লাহ জুনিয়র হাই মাদ্রাসা(এমএসকে)'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। তিনি ছিলেন নগদীপাড়া সালাফিয়া মাদ্রাসা,জিনপুর নগদীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠাতা।

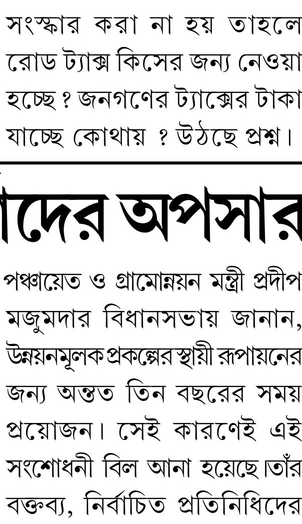

এছাড়াও তিনি ছিলেন কলাছড়া হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন সম্পাদক। স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য তিনি জমি দানও করেছিলেন। তাঁর দানের জমিতেই গড়ে উঠেছে নগদীপাড়া সালাফিয়া মাদ্রাসা,শাহ ওলিউল্লাহ জুনিয়র হাই মাদ্রাসা ও জিনপুর নগদীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। বয়স জনিত কারণে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি পড়াশোনা নিয়েই থাকতেন।তাঁর দৃষ্টি শক্তি ছিল প্রখর। বৃদ্ধ বয়সেও চশমা নয়,খালি চোখেই তিনি পড়াশোনা করতেন। গত রবিবার ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ভোরে নগদীপাড়ায় নিজ গৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। এদিন বিকেলে সাড়ে চারটের সময় নগদীপাড়া ঈদগাহ প্রাঙ্গনে তাঁর জানাজার নামাজ পড়া হয়। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

রাস্তা শুরু হওয়ার বোর্ড পড়েছে দেড় বছর আগে,কিন্তু এখনও শুরুই হয়নি রাস্তা ! চরম ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন

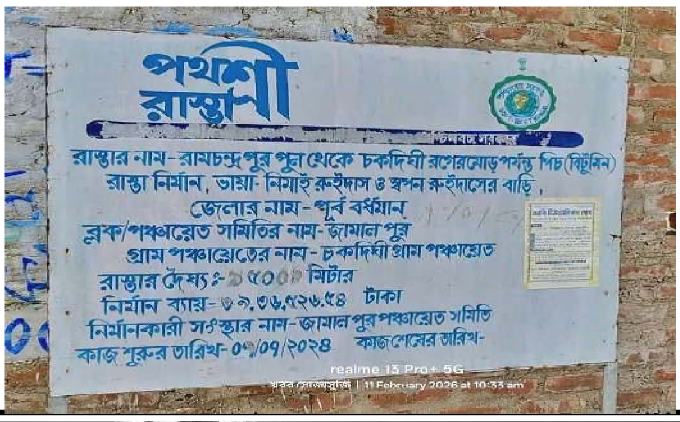

নিজস্ব প্রতিবেদন - পথশ্রী প্রকল্পে পিচ রাস্তা শুরু হওয়ার বোর্ড পড়েছে দেড় বছর আগে,২০২৪ সালের জুলাই মাসে,কিন্তু ২০২৬ সাল পড়ে গেল,এখনও শুরু হল না রাস্তার কাজ।পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর পুল থেকে নিমাই রুইদাস ও স্বপন রুইদাসের বাড়ি হয়ে চকদীঘি রবের মোড় পর্যন্ত নতুন পিচ রাস্তা নির্মাণের জন্য বোর্ড পড়েছিল ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। বোর্ডে কাজ শুরুর তারিখ লেখা আছে ৭ জুলাই ২০২৪, নির্মাণকারী সংস্থা জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি,কিন্তু এখনও রাস্তা তৈরির কাজ শুরুই হয়নি। কোনো এক অজানা কারনে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে পথশ্রী প্রকল্পে নতুন পিচ রাস্তা নির্মাণের কাজ, অভিযোগ। চরম ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন। রাস্তাটা আগে থাকতেই ঢালাই দেওয়া, এর ওপর দিয়ে পিচ হওয়ার কথা। যদিও বর্তমানে ঢালাইয়ের উপরিভাগ উঠে গিয়ে পাথর বেরিয়ে গেছে। ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন। কিন্তু কি কারণে রাস্তার কাজ বন্ধ সে বিষয়ে সন্ধিহান এলাকার মানুষজন। রাস্তার কাজ কবে শুরু হবে তা বার বার পঞ্চায়েতে জানতে চাওয়া হলেও কোনো সদুত্তর আসেনি বলে অভিযোগ। নির্বিকার প্রশাসন। দেড় বছর পার হয়ে গেলেও কেন এখনও শুরু হল না পথশ্রী প্রকল্পে নতুন পিচ রাস্তা নির্মাণের কাজ ? রাস্তা শুরু হওয়ার বোর্ড পড়লেও কেন বন্ধ হল রাস্তার কাজ ? খাতায় কলমে রাস্তা কি কমপ্লিট হয়ে গেল ? টাকা কি ভূতে খেয়ে নিল ? রহস্যটা কী ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

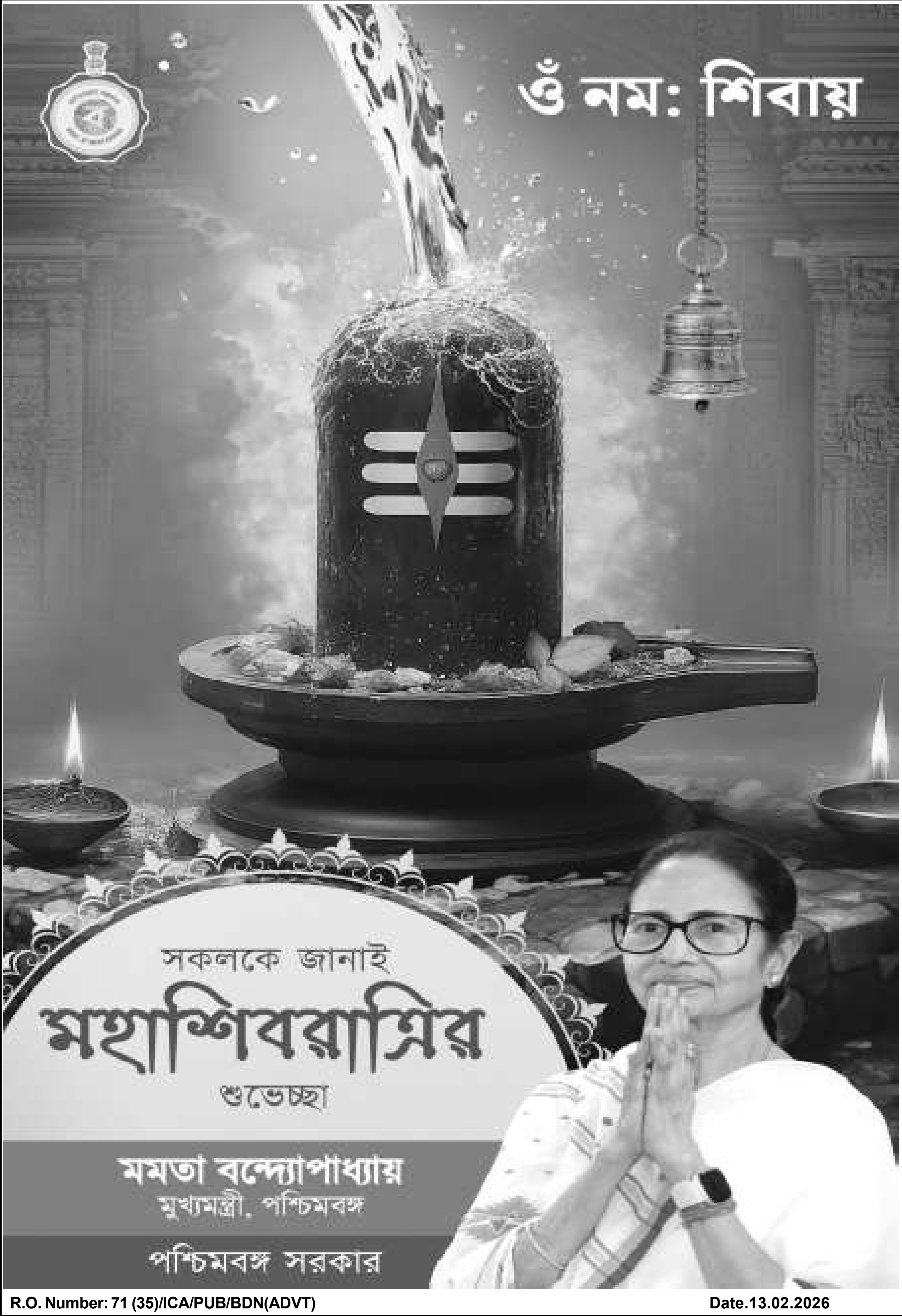

R.O. Number: 71 (35)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date.13.02.2026

পুলিশের মানবিক উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা - ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অন্তর্গত বিনপুর থানার উদ্যোগে রাজপাড়া প্রাথমিক স্কুল মাঠে ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। সহায় কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে ১৫০ জন দুস্থ মানুষের হাতে আজ নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হল। এছাড়াও ৮০ জন পড়ুয়ার হাতে তুলে দেওয়া হল শিক্ষা সামগ্রী। এবং স্থানীয় ফুটবল অ্যাকাডেমির সদস্যদের জার্সি এবং ফুটবলও দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা,রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা সহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ। এছাড়াও বেলপাহাড়ি থানার বাঁশপাহাড়ি ফাঁড়ি প্রাঙ্গনে একটি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির শুভ উদ্বোধন করলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা।

স্কুলে চুরি !

নিজস্ব প্রতিবেদন - স্কুলে চুরি ! ডিম, তেল,গ্যাস,ওভেন,টাকা সব লোপাট ! দুষ্কৃতীতের দাপাদাপি কালাপাহাড়প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।মিড ডে মিলের সরঞ্জাম সহ গত বুধবার রাতে স্কুলের দরজার তালা ভেঙে চুরি হয়েছে ডিম,সরষের তেল এবং পড়ুয়াদের আইডেন্টিটি কার্ডের জন্য স্কুলের আলমারিতে রাখা ১৫০০ টাকা,অভিযোগ।এমনকি স্কুলের ছাদে করা হয়েছে পায়খানা, অভিযোগ। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালাপাহাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক,স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ এলাকার মানুষজন। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক পুলিশ প্রশাসন, চাইছেন এলাকার মানুষজন। স্কুল সূত্রে জানা গেছে,স্কুলে এসে চুরির ঘটনা জানতে পেরেই ফোন করে জামালপুর থানায় খবর দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুকুল ভট্টাচার্য। খবর পাওয়ার পরই স্কুলে আসে পুলিশ। ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্কুলের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই থানায় লিখিত অভিযোগও জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

দীর্ঘদিন ধরে বিকল ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন,সারাবার গা নেই পঞ্চায়েতের

নিজস্ব প্রতিবেদন - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দত্তমানা শীতল পানীয় জলের প্রকল্পটি অচল হয়ে পড়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে বিকল শীতল পানীয় জলের মেশিনটি। পঞ্চায়েতে বার বার জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত সারানো হয়নি মেশিনটি,অভিযোগ।বিদ্যুৎ সংযোগ আছে,রুম আছে,ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন আছে,কিন্তু জল নেই ! পড়েপড়ে নষ্ট হচ্ছে সবকিছু। শুধু দত্তমানা নয়,জামালপুর ব্লকের মথুরাপুর,রঙ্কিনী মহুলা সহ অনেক এলাকাতেই ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন খারাপ হয়ে পড়ে আছে বলে অভিযোগ।সারাবার কোনো উদ্যোগ নেই। পঞ্চায়েতে জানানো হলে বলা হচ্ছে ঠান্ডা পানীয় জল প্রকল্প মেইনটেন্যান্স করার টাকা নেই,অভিযোগ।যদি রক্ষণাবেক্ষণ করার কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ঠান্ডা পানীয় জলের প্রকল্পগুলো চালু করার দরকার কি ? উঠছে প্রশ্ন। অবিলম্বে ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিনটি সারানোর উদ্যোগ গ্রহণ করুক পঞ্চায়েত, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

R.O. Number: 70 (32)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date.13.02.2026

এক নজরে

● কাটমানি রুখতে এবার মাঠে নামল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ, চালু করল হেল্পলাইন নাম্বার - ৭০৪৭৯৮৯৮০০,সরকারি প্রকল্পে কেউ কাটমানি চাইলে তার বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার মিতুন দে।

● ভোটের মুখে বড় চমক মমতার। বাড়ল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই জেনারেল মহিলারা পাচ্ছেন ১৫০০ টাকা করে এবং এসসি,এসটি মহিলারা পাচ্ছেন ১৭০০ টাকা করে।

● এসসি এসটি মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডারে মাসে ১৭০০ টাকা,আর জেনারেল মহিলাদের ১৫০০ টাকা ! এই বৈষম্য কেন ? জেনারেল মহিলারা কি অপরাধ করলো ? উঠছে প্রশ্ন।

● শুধু লক্ষীর ভান্ডার বাড়ালেই হবে না,বার্ধক্য ভাতা,বিধবা ভাতা এবং লোক শিল্পী ভাতাও বাড়ানো দরকার।মাসে হাজার টাকা তো বয়স্ক মানুষগুলোর ওষুধ কিনতেই শেষ হয়ে যায়,তাই না ?

● ৩১ মার্চের মধ্যে মেটাতে হবে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ,রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

● এসআইআরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● স্কুল পরিদর্শককে মারধর কান্ডে আঝাপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ ৭ জন শিক্ষক ও ১ জন গ্রুপ ডি কর্মীকে সাসপেন্ড করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্ত।

● খবর সোজাসুজি'র বার বার খবরের জেরে অবশেষে টনক নড়ল পিডব্লুডি এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। কেটে ফেলা হল খানপুর এলাকার রাস্তার পাশের বিপজ্জনক শুকনো গাছ।

● দেশের সব স্কুলে ফ্রিতে মেয়েদের স্যানিটারি ন্যাপকিন দিতে হবে, নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

● হাজিগড় রেল স্টেশন সংলগ্ন পলাশী স্কুল মাঠে ৩০ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে গুড়াপ বইমেলা।

● এস আই আর নথি হিসেবে গণ্য হবে ডিএম/এডিএম/এসডিও প্রদত্ত স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট,জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

● ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা,জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

● জলের পাইপ আছে,নল আছে,কিন্তু জল নেই।ধনেখালি ব্লকের বেশ কিছু এলাকায় বাড়ি বাড়ি পাইপ পড়েছে প্রায় দু'তিন বছর হয়ে গেল,কিন্তু এখনও জলের দেখা নেই,অভিযোগ।

● খানপুর নিউ সান ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি হলেন নির্মল ঘোষ এবং সম্পাদক হলেন ইসরাইল মল্লিক।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and printing press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103